একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প পরিচিতি

ভূমিকাঃ

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ -এ যুদ্ধবিদ্ধস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের মুখে দু'বেলা ভাত আর পরনে মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করাই মুখ্য হয়ে ওঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম-নির্দেশনায়। দেশের সিংহভাগ দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের ভাবনাই প্রতিভাত হয়ে উঠতো তাঁর প্রতিটি সভা-সেমিনারের বক্তৃতায়। দীর্ঘদিনের শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হতে মুক্ত এ নতুন জাতিসত্ত্বার উন্মেষে জাতিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। বিশ্ব নেতৃত্বে ঈর্ষণীয় স্থান করে নেয়া বঙ্গবন্ধু স্বপ্নডানায় ভর করে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই হারিয়ে গেলেন জাতির জীবন থেকে। কিন্তু রেখে গেলেন নিজেরই রক্তস্নাত আদর্শ উত্তরসুরী, যিনি দুর্বিষহ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলা বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনের আলোকিত মুখ আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

স্বাধীনতা উত্তর দেশ গঠনে ক্ষুদ্রঋণের সাফল্যের ঝুড়ি যতোটা সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক ততোটাই পিছিয়ে রয়েছে দরিদ্র মানুষের জীবনমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করলেন, ক্ষুদ্রঋণ প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি করলেও দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেনা। পারিবারিক দুঃসময় দেখা দিলে ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানগাড়িটি বা গাভীটি বিক্রি করে দেন গরিব ঋণগ্রহীতা । তারপর আবার কোন জরুরি প্রয়োজনে অথবা ঐঋণ শোধের চাপে আবারো নতুন করে ঋণ পেতে দ্বারস্থ হন অন্য কোন ক্ষুদ্রঋণদাতার কাছে। এভাবেই ক্ষুদ্রঋণের মোটা আস্তরণের নিচে চাপা পরে যায় গরিবের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন,যেখান থেকে আর বেরোনোর কোন পথ খোলা থাকে না দরিদ্র মানুষের। ক্ষুদ্রঋণের জালে আটকে থাকা দরিদ্র মানুষের মুক্তি দিতে নিজস্ব সঞ্চয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল'। সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর সরকারী উৎসাহ অনুদানে সৃষ্ট তহবিলে পুঁজি বৃদ্ধিকরণে ঘুর্ণায়মান অর্থ বিনিয়োগে তৈরি স্থায়ী পুঁজি নির্ভরতায় গড়ে উঠা প্রতি গ্রামে গঠিত উন্নয়ন সমিতি এখন দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই পুঁজি বন্টন এবং আদায় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল'। যা আগামীর জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য -

নিজস্ব পুঁজি ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ-

- পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাই করে ১.০০ লক্ষ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় আনা।
- দরিদ্র সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে কল্যাণ অনুদান এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে ঋণ তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান করা।
- প্রতি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন হতে ৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন কৃষিজ ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং প্রতি সমিতির ৫ জন করে সফল সদস্যকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির স্থায়ী তহবিল আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে গড়ে তোলা অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা গ্রহণ।
- সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং পর্যায়ক্রমে এ সেবা সদস্যদের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া।
- গ্রাম উন্নয়ন সমিতির তহবিল আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজ খামার স্থাপনের মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে পর্যায়ক্রমে উৎপাদনশীল খামারে পরিণত করা।
- আত্ম-কর্মসংস্থানে পুরুষের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মধ্যে হতে ২৪৫০০ জন ক্ষুদ্র উদোক্তা সৃজনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যে সকল সদস্য দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসেবে গন্য হয়েছেন তাদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এসএমই ঋণ প্রদান।
- সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃত্তাত্বিক জণগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- সমন্বিত কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই- ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মাণ উন্নয়ন।

প্রকল্প এলাকা ঃ দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪ টি জেলা, ৪৯০ টি উপজেলা,৪৫৫০ টি ইউনিয়নের ৪০,৯৫০ টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ মোট ৮০১০২৭.০৫ লক্ষ টাকা ।